দৈনিক বাংলা

70

তারিখ 24 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

৭ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

বিভিন্ন ছাত্র জোটের দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ ও সংগ্রামী ছাত্রজোট সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে পৃথক পৃথক সমাবেশে ছাত্র জোটগুলো এ দাবী জানায়।

সমাবেশগুলোতে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় অভিন্ন দাবী উত্থাপন করে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বাজেটে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্কুল ছাত্ররা মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে। —দৈনিক বাংলা

ছাত্র জোটের দাবী

(১-এর পৃঃ পর)

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তা মেনে নেয়ার আহবান জানানো হয়। দাবী দাওয়ার মধ্যে রয়েছেঃ ন্যায্য মূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষা কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ, যানবাহনে ছাত্র কনসেশন প্রদান, চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বর্ধিত করা ইত্যাদি। এক সপ্তাহের মধ্যে দাবী পূরণ না হলে ৩০শে জুন আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচী দেয়া হবে বলে সমাবেশ তিনটি থেকে ঘোষণা দেয়া হয়।

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের একাংশের (পাঁচদল সমর্থক) সমাবেশে বক্তৃতা করেন আখতারুজ্জামান, মুশতাক হোসেন ও মোস্তফা ফারুক। তারা বলেন, বর্তমান সংসদ বাতিল করে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিরাজমান সংকট দূর হবে না। এ লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার জন্যে তারা আহবান জানান। সমাবেশের পর পরিষদের একটি মিছিল প্রেসক্লাবের উদ্দেশে যাত্রা করে। শিক্ষা ভবনের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড দ্বারা বাধা পেলে মিছিলকারীরা সেখানেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সংগ্রামী ছাত্রজোটের সমাবেশে আসাদুজ্জামান রিপন, এম এ জলিল, সিরাজুল ইসলাম আব্বাসী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ বলেন, ছাত্রসমাজ যেহেতু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু প্রতিটি সমস্যা তাদেরকে স্পর্শ করে। এ সমাবেশেও বর্তমান সংসদ বাতিলের দাবী জানানো হয়।

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের অপর অংশের (আট দল সমর্থক) সমাবেশে বক্তৃতা করেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ তাহেরউল্লাহ, অনিলচন্দ্র মরণ প্রমুখ। তারা রাজনৈতিক বিতর্কিত ইস্যুকে বাইরে রেখে ছাত্রসমাজের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহবান জানান।

সংগ্রামী ছাত্রজোট এবং সংগ্রাম পরিষদ (আট দল সমর্থক) পৃথক ভাবে মিছিল নিয়ে শিক্ষা ভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।